Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Trilingual Refereed Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-I, published on January 2021, Page No. 1 –10
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e-ISSN ---- ----

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' বনাম নারীমুক্তির চেতনা

ভবানী কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা :
নারীর প্রকৃত অবস্থান কি এই সমাজে, কী তার তাৎপর্য আর কী বা তার উত্তরণের সম্ভাবনা—বিদেশি তাত্ত্বিকদের পাশাপাশি ভারতীয় এবং বিশেষভাবে বাঙালি চিন্তাবিদেরা সে সব ভেবেছেন। উনবিংশ-বিংশ শতকের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে নারীর সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত যেসব তথ্য আমরা পাই, আশাপূর্ণা দেবী সেইসব তথ্যকেই কাহিনী ও জীবনের রসে জারিত করে 'সত্যবতী', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুল'-এর মধ্য দিয়ে নারী মুক্তির চেতনাকে আত্মমর্যাদার দর্শনে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং তাঁর এই ত্রয়ী উপন্যাস উপস্থিত করেছেন—'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'।

"যখন আমাদের সমাজে অন্তঃপুর ছিল অবহেলিত, যখন সেখানকার প্রাণীরা পুরোপুরি আস্ত মানুষের সম্মান কখনো পেত না, তখন সামান্য কটি মেয়ে এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করে, সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত পৃথিবীর আলো এনে দেবার সুযোগ করে দেয় অন্তঃপুরে। সত্যবতী ছিল সে সামান্য কজন মেয়ের অন্যতম। সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতা সত্যবতীর মতো তেজ না পেলেও নীরবে সেই নারীমুক্তিরই আকাঙ্ক্ষাকে লালিত করে গেছে। সেই আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়েছে সুবর্ণলতার মেয়ে বকুলের জীবন, যে যশস্বী লেখিকা হয়েছে অনামিকা দেবী নামে।"১ (বকুলকথা) কিন্তু এই সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল কি পেরেছে সমাজের শেকল ছিঁড়তে, তারা কি পেরেছে নারীমুক্তি ঘটাতে। নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধির আলোয় নিজের অস্তিত্বকে যাচাই করা রেনেসাঁসের ফলস্বরূপ (অবশ্যম্ভাবী) বাংলা সাহিত্যে এসেছিল। তবে ১৯ শতকেও বাংলা সাহিত্যে নারীকে দেখা হয়েছিল অপরের দৃষ্টিকোণ থেকে। মধুসূদন থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে রবীন্দ্রনাথ এসে নারীর অস্তিত্ব অনুসন্ধান এক পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখিয়েছিলেন নারীকে আপন পরিসর খুঁজে নিতে হবে আত্মমর্যাদার দর্শনে। সেই পথ ধরেই এসেছে পরবর্তী নারী লেখিকারা। পুরুষ লেখকদের সঙ্গে নারী লেখিকাদের একটা সূক্ষ্ম সঠিক স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব আত্মদর্শনেই। আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' উপন্যাস এই অর্থে সম্পূর্ণ প্রথম প্রতিশ্রুতিই সমাজের বোধিসম্পন্ন মানুষের মননের কাছে।

উপন্যাস লেখার জন্য এবং কথা সাহিত্যে মাসিক পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক উপন্যাস শুরু করার জন্য। বাংলা ১৩৬৬ সালের জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ নাগাদ। একদিন সকালে কালিদাসবাবু ও আশাপূর্ণা দেবী কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলেন। কৃষ্ণনগরে কালিদাস বাবুর আদিনিবাস। কালিদাস বাবু বলেন – "মাসীমা অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবী বলেছিলেন তার দু'খানি বই যদি শিয়ালদহ স্টেশনে নির্দিষ্ট সময়ের ট্রেনে পৌঁছানো যায় খুব উপকার হয়।" বই দুটি যথা সময়ে তিনি পৌঁছে দেন এবং আশাপূর্ণা দেবীকে আবার উপন্যাস রচনার কথা মনে করিয়ে দেন। তখন আশাপূর্ণা দেবী স্বয়ং বই শ্রাবণ মাস থেকে ঠিক পাওয়া যাবে এই প্রতিশ্রুতি দেন। কালিদাস বাবু উপন্যাসের নাম জানতে চাইলে নারীমুক্তিকামী লেখিকা

বলেন ঐ প্রতিশ্রুতিই নাম রেখো। তারপরেই বললেন, না, তার চেয়ে বরং 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নাম রেখো, প্রথম প্রতিশ্রুতিই তো।"২ (প্রথম প্রতিশ্রুতি)

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থেই কিন্তু সত্যবতীর জীবনকথা শেষ হয়নি—লেখিকার বক্তব্যও না। সেইজন্যই তিনি তাঁর গ্রন্থে সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতাকে নায়িকা হিসেবে বেছে নেন। 'সুবর্ণলতা' সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন—প্রজন্মের পর প্রজন্ম আধিপত্যবাদী অচলায়তনের বিরুদ্ধে সচেতন ও অবচেতন লড়াই চালিয়ে যায়। সত্যবতীরা যতটুকু জমি অর্জন করতে পারে, তার পরিধি প্রসারিত করার পরিবর্তে পরবর্তী প্রজন্মের সুবর্ণলতারা হয়তো তাও হারিয়ে ফেলে। এক কদম এগিয়ে দুকদম পিছিয়ে যাওয়ার মধ্যেও চলমান ইতিহাসের সত্য প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে সঞ্চারিত হয়েছে বকুলের মধ্যে – শেকল ছেঁড়ার এক ভয়াবহ উন্মাদনায় নারী-প্রগতির নামে চলছে স্বেচ্ছাচারি—এই জিজ্ঞাসাই বকুলকেও বারবার উন্মমা করে তুলেছে—এইভাবেই সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুলকথার মধ্যে জেগে উঠে নারীমুক্তির চেতনা।

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে যা পৌরসমাজের অবরুদ্ধ অন্দরমহলের নিরন্তর ভাগ গড়ার ইতিবৃত্ত। নারী তো মনুষ্যসৃষ্ট কোনো যন্ত্র নয়, নারীর পাথর প্রতিমাও নয় নারীর ও মন বলে কোনো বস্তু আছে। যাকে দমন করে পুরুষ সমাজ নারীমনকে কষ্টিপুত্তলিকা বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুলকথার মধ্য দিয়ে সেই সমাজের বিরুদ্ধে লড়েই নারী জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন। আর এই জাগরণ এক অন্তপুরবাসিনী নারীর কলমেই জেগে উঠেছে। উত্থানপতনের কিংবা ক্রম-বিবর্তিত মূল্যবোধের যেসব ধারণার ওপর গড়ে ওঠে পৌরসমাজের ইতিহাস, আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন, একে স্বতঃসিদ্ধ বলে কিনা প্রশ্ন গ্রহণ করা যায় না। পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসী উপস্থিতিতে যে পরিসর কার্যত অনুপস্থিত, তাকে আবিষ্কার করার জন্য নারীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আশাপূর্ণ মূলত যাবতীয় যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করেছেন—"অন্ধকার! হুঁ!" সত্যবতী স-তাচ্ছিল্যে বলে, অন্ধকারকে আমি ভয় করি নাকি?"৩ এইখানেই দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্ট সত্যবতীর সাহসিকতার ট্রিলজি। এখানেই প্রশ্ন উঠতে দেখা যায় স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার—এই দুটির সীমারেখা কোথায়? আবার আশাপূর্ণাদেবীর নিজের এক প্রতিবেদনের সূচনায় কালজয়ী লেখিকা লেখেন 'তাই সে (সুবর্ণ) জেগেছিল সে কেবল তার অসার্থক জীবনের গ্লানির বোঝা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। জেনেছিল তার জন্য কারো কিছু এসে যাবে না। সুবর্ণলতার মৃত্যতে যে সুবর্ণলতা সতেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়নি, এ খবর জেনে যায়নি সুবর্ণলতা, জেনে যেতে পারেনি ওই মেয়েটার কাছে সুবর্ণলতার মৃত্যুদিনই জন্মদিন।'

খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও ইশারাময় এই উপস্থাপনা। বকুল তার মায়ের মৃত্যুর মোহনায় না দাঁড়ালে মায়ের সারাজীবনের উপাখ্যানকে নতুন চোখে দেখতে পারতন না। বুঝতে শিখত না একক বচনের মধ্যে সামূহিক বাচনের উদ্‌ভাসন এবং এক বঞ্চিত ও অবজ্ঞাত নারীর জীবনকথার পরিসর সন্ধানী নারীবিশ্বের উন্মোচন। যতক্ষণ দৈনন্দিন বাস্তবের সংলগ্নতায় অতি প্রকট ছিল সুবর্ণলতা, বকুল তার কাছে যেতে পারেনি। মৃতু যখন অমোঘ দূরত্ব রচনা করল, মায়ের জীবন থেকে নারীর নিজস্ব বার্তা পাঠ করার অবকাশ তৈরি হলো। প্রতিবেদনের শেষপ্রান্তে কথকস্বর মর্মরিত হয়ে উঠল এভাবে—নিত্য সংঘর্ষের গ্লানিতে যে জীবনকে খণ্ডচিহ্ন অসমান বলে মনে হয়, দূর পরিপ্রেক্ষিতে সেই জীবনই একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিস্তৃতির মহিমায়, ব্যাপ্তির মহিমায়। নিতান্ত নিকট থেকে যে আগুন শুধু দাহ আর উত্তাপের অনুভূতি দেয়, দূরে গেলে সেই আগুনই আলো যোগায়।"দূরত্বেই সম্ভ্রম, দূরত্বেই প্রত্যয়।"৪

'আশাপূর্ণা দেবী' জন্ম ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারী। প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে। রামমোহন, হেয়ার সাহেব, বিদ্যাসাগর, বেথুন যতই স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তনও প্রসারের চেষ্টা করুন, রেনেসাঁস ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টা যতই হউক, সমাজের এক বিরাট অংশে স্ত্রী-শিক্ষার আদৌ কোনো উৎসাহ ছিল না। মেয়েরা লেখাপড়া করলে তাদের অকল্যাণ হবে এটা বলা হত, এইরকম একটা অন্ধ কুসংস্কারে সমাজের অধিকাংশ অংশ আচ্ছন্ন ছিল। এই রকমই এক পরিবেশে

মানুষ হইয়া আশাপূর্ণা ও তাঁহার ভগিনীরা যে বিদ্যাচর্চা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ তাঁহাদের মাতৃদেবীর কন্যাসন্তানদের শিক্ষাদানের ঐকান্তিক উৎসাহ ছিল—এই থেকে আশাপূর্ণা দেবীর মধ্যে নারীমুক্তি, নারী জাগরণের চেতনা জাগ্রত হয় যা তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস পাঠে বোঝা যায়। অসাধারণ কালসচেতনতা থেকে আশাপূর্ণা দেবী তার লেখায় এই সময় পর্বটিকে অনায়াসে জীবন্ত করে তোলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত উপন্যাসে বিধৃত সে সময় সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কার—যেগুলির সংস্কার সাধনের জন্য এক সময় বাঙালীর নবজাগ্রত চেতনা বিক্ষোভে ও কর্তব্যে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তার অনেকগুলিই আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'-য় এসেছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গল্পে আশাপূর্ণা দেবী বধূহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র তিক্ত ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন। উপন্যাসে নিতাই-এর বউ ভামিনীর বোনের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। মেয়েটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল মেয়েটির স্বামী ও শাশুড়ি উভয় মিলে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সত্যবতী মেনে নিতে পারেনি। সত্যবতী পুলিশের কাছে একটি চিঠি লিখেছিল এই দানবীয় অত্যাচারের সুবিচার চেয়ে না হলে আদালতের কোনো প্রয়োজন নেই একথাও বলেছজিল। নবকুমার এটা নিয়ে সত্যবতীর ওপর বিশেষ আন্তরিকতা দেখায়নি—পুরুষের বাঁকা চোখের দিকে তাকিয়ে নারীর নিজেকে আত্মহুতি দেওয়ার প্রয়াস-এর বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ান আশাপূর্ণা দেবী। তিনি জানান যারা নির্যাতিত, অবহেলিত তাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এধরনের জোড়ালো প্রতিবাদ—এখানেই আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারীমুক্তির চেতনা জেগে ওঠে।

পনেরো বছর বয়সে আশাপূর্ণার বিবাহ হয় কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে। বিয়ের পর তিন বছর তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরে। তারপর ভবানীপুরের রমেশ মিত্র রোডে তারা চলে আসেন, সেখান থেকে ৭৭ বেলতলা রোডে থাকেন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। আশাপূর্ণা দেবীর ১৭৯টি উপন্যাস, ছোটদের বই ৬২টি এবং প্রায় ৩০০০টি ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা',ও 'বকুলকথা'—মা মেয়ে ও তার মেয়ে তিন প্রজন্মের এই তিনজনের জীবনকথাকে তিনি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্মাণ করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী বহু পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'লীলা' পুরস্কার দিয়ে আর 'যুগান্তর' পত্রিকা ১৯৪৯ খ্রীঃ 'মতিলাল' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। ভুবনমোহিনী স্বর্ণ পদক পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রীষ্ঠাব্দতে। ১৯৬৬ খ্রীঃ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাস রচনার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন এবং এই গ্রন্থের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৫ খ্রীঃ। ১৯৮৬ খ্রীঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক হরনাথ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন। শরৎ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৯ খ্রীঃ। ১৯৯৩ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পেয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আশাপূর্ণা দেবীকে 'পদ্মশ্রী' এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। সাহিত্য একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন ১৯৯৪ খ্রীঃ। ডি.লিট. সম্মানে সম্মানিত হন ১৯৮৩ খ্রীঃ জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডি.লিট. সম্মানে সম্মানিত হন তিনি।

আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ত্রয়ী বা ট্রিলজি উপন্যাস। তিনি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' লিখে ভারতীয় সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। এই তিনটি উপন্যাসে সামাজিক বিবর্তনের ধারা পুরুষানুক্রমে ধরা পড়েছে। বহির্বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটছে জীবনবোধের পরিবর্তন। অন্তঃপুরের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, সংস্কার সব কিছুর ভাঙন, বিন্যাস ও পরিণতির নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের মাধ্যমে। মাতামহী, মাতা ও দৌহিত্রীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ককে উপন্যাসের পাতায় মেলে ধরেছেন লেখিকা। শ্রদ্ধেয় সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

"মহিলা গুণান্বিতা এক স্ত্রী তাঁর উপন্যাসের বর্ণনা রীতিতে, সংলাপ দক্ষতা, ঘটনা বিন্যাসে বরাবর লক্ষ্য করা গেছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সেই সমস্ত গুণাবলী সুসমন্বিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখিকার কাল চেতনা, কালের রূপান্তর সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি।"৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "তাঁর মধ্যে পাওয়া বিশ্বমানবিকতার পরিচয়" শীর্ষক স্মৃতিচারণ মূলক লেখায় আমরা পাই—'আশাপূর্ণা দেবী চরিত্রগুলির মাধ্যমে তাদের গতির মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের উত্তরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মেয়েদেরও এই পৃথিবীতে সমান ভাগ রয়েছে। এই পৃথিবীটা শুধু পুরুষদের শাসনের জন্য নয়, এখানে মেয়েদের ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পুরুষদের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় নারীর লালিত্য, নারীর মাধুর্য না পেলে পুরুষদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়।'বস্তুত এই ত্রয়ী উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অন্দরমহলের সুখভাঙা আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—"বাংলাদেশের সেই অজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে যারা বহন করে এনেছিল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।"৬ যুগে যুগে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। প্রতিবাদ শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো আপত্তি। আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক দুর্নীতি শোষণ দমন-পীড়ন-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। ১৯৬০ খ্রীঃ প্রায় কাছাকাছি সময় অঙ্গনাবাদী সমালোচনা (Feminist criticism) সাহিত্যের ক্ষেত্রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠার ও স্বীকৃতির পিছনে নারীদের সাংস্কৃতিক ভূমিকা ও তাদের কর্মের নানামুখী সাফল্য এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবী আদায়ের দুই শতকের সংগ্রাম নিহিত আছে। নারীবাদী সমালোচনায় পুরুষদের সর্বব্যাপী আধিপত্য লক্ষ্য করে প্রতিবাদিনী হয়েছেন নারীরা।

আশাপূর্ণা দেবীর তিনটি উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' একটার থেকে অপরটি বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত। সত্যবতী নারীর মুখে ভাষা যোগাতে চেয়েছিল, চেয়েছিল নারীর আপন অবস্থানকে চিহ্নিত করতে, আত্মসম্মানের জীবন নয়, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল করতে চেয়েছিল সকলকে। তার সীমিত সামর্থ্য দিয়ে সে সুহাস, সুবর্ণর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। সেটা আর কিছুই নয় 'শিক্ষা'। মাত্র আট বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়ে সুবর্ণ যথার্থ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মায়ের দেওয়া শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলেছে। তার মূল্যবোধ ও রুচিবোধ দিয়ে পারুল বকুলকে তৈরি করতে পেরেছিল। বকুল পূর্বপুরুষের অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করা ব্রতে সাহিত্য সাধনার পথকে সম্বল করে নিজের প্রতিষ্ঠার পথকে মুক্ত করেছিল। সত্যবতী-সুবর্ণেরা নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে প্রকাশ করতে গিয়ে যেভাবে মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে বকুলকে তা পেতে হয়নি। সেসময়ে যা অসম্ভব ছিল, তা সম্ভব হয়েছে অন্যসময়ে বা পরবর্তী সময়ে। একালের মানুষ বীজ বপন করেছে অন্যকালের মানুষ তার ফলভোগ করেছে। সত্যবতীকে তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। তার স্বপ্ন সার্থক হয় ঠিকই তবে তা তার উত্তরসূরীর চোখে।

আশাপূর্ণ দেবীর উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবতী-সুবর্ণলতা ও বকুলকথা। সত্যবতীকে যদি সময়বৃত্তের কেন্দ্রে স্থাপন করা যায়, তাহলে ক্রম পরিদৃশ্য মানবতার চেতনারাজ্যের অন্তর্গূঢ়স্তরে পরস্পর বিরোধী চরিত্রগুলির ক্রম অবস্থান, প্রতীকি অর্থে আমরা যদি চরিত্রগুলির অবস্থান নির্ণয় করি, তাহলে দেখা যাবে, রামকালী সত্যবতীর জীবনের সেই বিন্দু যা থেকে সত্যবতীর ব্যক্তিচেতনার ভিত তৈরি হয়। রামকালীর এই বিন্দুই সত্যবতীর মধ্য দিয়ে স্থানান্তরিত হয় সুবর্ণলতার মধ্যে এবং তারপর সুবর্ণলতার মধ্য দিয়ে বকুলের মধ্যে। রামকালী অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগে সত্যবতীর কাছে প্রথম শুকতারার মত, চারিত্রিক দৃঢ়তা সত্যবতীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক বিন্যাস সত্যবতীর মননে সৃষ্টি করেছে দৃঢ় চেতনার জগৎ। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টায় রামকালী কৌলিন্য প্রথাকে অস্বীকার করেননি—সত্যবতীর বিবাহ হয়েছিল আট বছর বয়সে। আশাপূর্ণা দেবী অতি সচেতনতার সঙ্গে সত্যবতী এই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। তার সংগ্রাম ও প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটি তৈরি হয় বাল্যবিবাহের মধ্য দিয়ে। বাপের বাড়িতে থাকার সময় থেকেই সত্যবতী বিদ্রোহী। মেয়েদের মধ্যে নিয়মকানুনের

তোয়াক্কা না করেই সে মাছ ধরে, ছড়া বাঁধে, বিদ্যাভ্যাস করে—এই ব্যতিক্রমী কাজগুলির মধ্য দিয়েই আশাপূর্ণা দেবী তার প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে নারীমুক্তির চেতনার জাগরণ দেখিয়েছেন—মেয়ে মানুষের পড়াশোনার দরকার কি? বাবার এই ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্নের জবাবে সত্যবতী বলে 'মেয়ে মানুষ জন্মাবারই বা দরকার কি?' এইখানেই নারীর মধ্যে যুগচেতনার উন্মেষ ফুটে ওঠে। প্রকৃতির পরম আশীর্বাদ নারী জাতিকে অবহেলা করলে সমাজই নিম্নগামী হয়, অবহেলিত হয়ে থাকে, এই চরম সত্যকে সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুলরা ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৮২২-২৩ সালে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার নিবারণ প্রসঙ্গেও এই জাতীয় যুক্তি দিয়েছিলেন। আশাপূর্ণা দেবী এই উপন্যাসগুলির আড়ালে দার্শনিক চিন্তাকেও স্থান দিয়েছেন আর তা উঠে এসেছে সত্যবতীর হাত ধরে এবং তার চরিত্রের অভিমুখ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যা পরবর্তীকালে সঞ্চারিত হয়েছে 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' উপন্যাসের সুবর্ণলতা ও বকুলের মধ্যে। এই উপন্যাস তিনটির প্রধান নারী সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল চরিত্রের চোখ দিয়ে লেখিকা এই বদলে যাওয়া সমাজকে ধরতে চান। নতুন কাল ও পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুলকে নির্মাণ ও নির্বাচন করেছেন আশাপূর্ণা দেবী।

সত্যবতীর চেতনার একটি স্তরে আছে বাল্যবিধবা শুচিবায়ুগ্রস্ত মোক্ষদা, যার কাছে বাস্তবজীবনের মানবিক দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি এক অদ্ভুত প্যারাডক্সের আত্মজীবনের বঞ্চনাকে সঞ্চারিত করেছেন অপরের মধ্যে। নিজের অসহায়তা, দুর্বলতা, কুসংস্কার, অর্থাৎ যে দুর্বলতাগুলোর সুযোগ নিয়ে সমাজ তাকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে, সেই দুর্বলতাকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন তথাকথিত সুখী মানুষগুলোর বিরুদ্ধে।

সত্যবতীর জীবনবৃত্তের আরো দুটি দুর্বল অঙ্গ—তাঁর শাশুড়ী এলোকেশী এবং স্বামী নবকুমার। এলোকেশীও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অলিখিত আইনে মোক্ষদার মতই নির্যাতিতা। তাকেও পিতৃতান্ত্রিক সূক্ষ্ম রাজনীতি বঞ্চিত করেছে, নিজের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে। সত্যবতীর প্রতি তার অত্যাচারে ভাষার বহুবাচনিক ভঙ্গিতে এই ক্ষোভের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়—'মুখটা সত্যবতীর আকাশমুখো আর সেই মুখের ওপর পরণে নীলাম্বর শাড়ী খানার আঁচলটুকু চাপা দেওয়া। ... মানে দিতে বাধ্য হয়েছে। ঘোমটাখানা খসবার আগেই এলোকেশী নির্দেশ দিয়েছেন, আঁচলটা মুখে ঢাকা দাও দেখি বাছা। তোমার তো আর বোধবুদ্ধির বালাই নেই, অগ্যতা সবই স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে আমার।' এই বাচন যেন ইঙ্গিত দিচ্ছে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিন্যাসের। সত্যবতীর 'আকাশমুখী মুখকে এলোকেশী 'আঁচলচাপা' দিতে বাধ্য করার মধ্যে যেন এক বিমূর্ত যোগসূত্রের আভাস অর্থাৎ এলোকেশী যে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেননি, সেই সমাজে তিনি সত্যবতীকেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেবেন না। অর্থাৎ যাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে, সে তার সেই বঞ্চনার প্রতিশোধ-স্বরূপে আরো বেশী বঞ্চনা ছড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ থেকে মানুষে। তার প্রথম বলি সৌদামিনী, এই পথেই এসেছে নবকুমার, সত্যবতী এবং সবশেষে সুবর্ণলতা। এ যেন এক বিচিত্র অন্তর্বয়ন। রামকালী জানেন যে, 'মেয়েমানুষ' জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোন্দল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার, আর শোকে উন্মাদ হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছু চিন্তা আসে না রামকালীর।

সত্যবতী নিজের হাতে খড়ি নিজেই দিয়েছে। তাই নেড়ু, পুণ্যি বিস্ময়ের উত্তরে সত্য বলে—'মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোন্দল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ, শাপ দিচ্ছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়ে মানুষ নয়, সকল শাস্তরের সার শাস্তর চারবেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না।' সত্যবতীর এই উক্তি ইঙ্গিত দেয় নারীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক অবস্থানকে অতিক্রম করার জন্য নারীর একান্ত প্রচেষ্টা।

বিরুদ্ধাশক্তির কাছে সত্যবতীর পরাজয় হয়েছে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন শাশুড়ী ও তার স্বামী কন্যা সুবর্ণলতাকে মিথ্যের সাহায্য নিয়ে গৌরীদান করেন। সত্যবতী তীব্র ব্যঙ্গ করে স্বামী নবকুমার উদ্দেশ্যে বলে—'স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে অভিশাপই দিয়ে আসছ আবহমানকাল থেকে। ওটা নতুন নয়, অভিশাপেরই জীবন আমাদের।" এক নতুন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ায় সত্যবতী, আচ্ছন্নের মত বলে—"সুবর্ণ যদি মানুষ হবার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে ঠাকুরঝি, হবে মানুষ...নিজের জোরেই হবে।' অর্থাৎ সত্যবতীর উপলব্ধি নিজের মুক্তি মানুষকে নিজেকেই অর্জন করতে হয়। এই অধিকার কোন পুরুষ কোন সমাজ হাতে তুলে দেবে না।

প্রত্যেকটি উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র গঠন পদ্ধতি আছে। যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রেরা। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে যদিও দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ গল্পকথনের ওপর। তবুও উপন্যাসটির একটি নির্দিষ্ট গঠন পদ্ধতি আছে। আপাতবিচারে দেখা যায়, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে গল্পের শেষ নয়। এ কাহিনী বিস্তৃত হয়ে গেছে পরবর্তী দুটি অংশে 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'তে। সত্যবতীর কথা থেমে থাকার নয় সে কাহিনীতে প্রকাশ পেয়েছে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য অসহায় মেয়ের কথা। যারা সমাজ সংসারের হাজারো রীতিনিয়মের পাঁকে পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় যাদের সম্বল শুধু অনাদর আর অবহেলা। আশাপূর্ণা দেবী তাদের মুক্তির কথা বলেছেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিছক কাহিনী মাত্র নয়। এযেন লেখিকার নিজের কাছেও এক প্রতিশ্রুতি। উপন্যাসটি তিনটিতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ফুটে উঠেছে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে গড়ে ওঠা নতুন সময় ও সমাজের কথা। যে সময় ও সমাজ কাঠামো পুরনো ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোকে ঢেকে এক নতুন আশায় ভরে তুলেছে। আশাপূর্ণা সময় ও সমাজ যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে সে কথা টের পান। চোখের সামনে বদলে যাওয়া অবস্থার মাঝে তিনি স্বস্তি পান। সেই স্বস্তিটাই যেন প্রয়োজন ছিল। সে কথাগুলোই বলতে চান সত্যবতীর মুখ দিয়ে। পুরনো কাল আজ অবসিত। নবজাত সময় ও সমাজের ফসল সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুলরা।

সময় পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে বারবার ভেঙে দূরে যাচাই করার ব্যক্তিত্বেরই পরিণতির লক্ষণ দেখা যায় সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুলের মধ্যে। সত্যবতীকে যখন তার পিতা রামকালী বলেন যে, শ্বশুরালয়ে পাঠালে তার মন থাকবে না, গভীর দুঃখে সত্যবতী বলে—'গলবস্তর হয়ে যেদিন তাদের ঘরে মেয়ে দিয়েছ, মান তো সেদিনই গেছে।' আবার এই সত্যই আশ্বস্ত করে রামকালীকে বলে—'তুমি নিশ্চিন্দি থেক বাবা, সত্যকে দিয়ে তোমার মুখ কখনও ছোট হবে না।' তাই পরবর্তীকালে সত্যবতীর ওপর অত্যাচারের খবর পেয়ে তাকে আনতে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরতে হয়ে রামকালীকে। বুদ্ধির খেলাতেও রামকালীকে পরাজিত করেছে সত্য। আত্মমর্যাদার কঠোর ভিতের ওপর সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের অবস্থান। সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুলের সীমাবদ্ধ জীবন পেরিয়ে পাড়ি দেয় বিস্তৃত মুক্ত জগতে। "বকুলের এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি উঠেছে সুবর্ণলতার আরও একটা আত্মজার কণ্ঠে...। কিন্তু এইটাই কি চেয়েছিলাম আমরা? আমি, তুমি, আমাদের মা দিদিমা, দেশের অসংখ্য বন্দিনী মেয়ে? এটাই কি সেই স্বাধীনতার রূপ? যে স্বাধীনতার জন্যে একলা পরাধীন মেয়েরা পাথরে মাথা কুটেছে, নিরুচ্চার আর্তনাদে বিধাতাকে অভিসম্পাত করেছে? এ কি সেই মুক্তির আলো, যে মুক্তির আশায় লোহার কারাগারে শৃঙ্খলিতা মেয়েরা তপস্যা করেছে, প্রতীক্ষা করেছে?... না বকুল, আমরা চাইনি।"৭ আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলকথা, এই তিনের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন নারীর নিজেকে জানার চেতনাদৃপ্ত আত্মজিজ্ঞাসা। যুক্তিবদ্ধ নিজস্ব ন্যায় নীতির আলোকে নিজেকে বারবার ভাঙচুর করে, নিজের পরিসরকে বিনির্মাণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে সত্যবতী সময়ের সঙ্গে নিজেকে তুলে ধরেছে প্রতিস্পর্ধী চরিত্র হিসাবে। আশাপূর্ণা দেবীর এই তিন উপন্যাস শুরু হয়েছিল প্রাগাধুনিক সংস্কার, গ্রামীণ পরিবেশ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা প্রভৃতি মান্য করে আর উপন্যাসগুলি শেষ হয় এক একক নারীর প্রত্যাখ্যান ও প্রতিবাদ দিয়ে। এই বৃত্ত প্রকৃতপক্ষে বৃত্তাকার নয়, এটি একটি পুরাণ বা উত্তরণের আখ্যান। যা সত্যবতী থেকে সুবর্ণলতা, সুবর্ণলতা থেকে বকুলকথায় নিয়ে স্তর থেকে স্তরান্তরে এগিয়ে গেছেন তিনি। আর উপন্যাসের এই প্রতিবাদী নারী চরিত্রগুলিও কোনো ব্যক্তি মানুষের চরিত্র নয় সমাজের একটি অংশের আদর্শায়িত ইতিহাস, তথা নারী জীবনের মুক্তির প্রতীকি এই চরিত্রগুলিতে ফুটে উঠেছে। তিনটি কাহিনী বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে যুক্ত। সত্যবতী নারীর মুখে ভাষা যোগাতে চেয়েছিল, চেয়েছিল নারীর আপন অবস্থানকে চিহ্নিত করতে। অসম্মানের জীবন নয়, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সামিল করতে চেয়েছিল সকলকে। তার সীমিত সামর্থ্য দিয়ে সুহাস, সুবর্ণের হাতে সে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। সে আর কিছু নয় শিক্ষা। সুহাস সেই শিক্ষাকে সম্বল করে নিজের জন্ম পরিচয়ের গ্লানিকে ঘুচিয়ে নতুন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মাত্র অ্যাট বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়ে সুবর্ণ যথার্থ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। মায়ের দেওয়া শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলেছে। তার মূল্যবোধ ও রুচিবোধ দিয়ে পারুল বকুলকে তৈরি করতে পেরেছিল। বকুল

পূর্বপুরুষের অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করার ব্রতে সাহিত্যসাধনাকে সম্বল করে নিজের প্রতিষ্ঠার পথকে মুক্ত করেছিল। বকুলের প্রতিষ্ঠা লাভে ভাইরা ঈর্ষাকাতর হয়েছিল। পরিবেশ তখন বদলে গেছে। সত্যবতী, সুবর্ণেরা নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রকাশ করতে গিয়ে যেভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বকুলকে তা পেতে হয়নি। এভাবে আশাপূর্ণা দেবী এককালের বক্তব্যের সার্থকতা খুঁজেছেন অন্যকালের মাটিতে। সে সময়ে যা অসম্ভব ছিল, তা সম্ভব হয়েছে অন্য সময়ে বা পরবর্তী সময়ে। এককালে মানুষ বীজ বপন করেছে অন্যকালে মানুষ তার ফলভোগ করেছে। সত্যবতীকে তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়। তার স্বপ্ন সার্থক হয় ঠিকই তবে তা তার উত্তরসূরীর চোখে।

আপাত দৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনী—এটাই গ্রন্থের শেষ কথা নয় সুবর্ণলতা একটি বিশেষকালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে সুবর্ণলতা সেই বন্ধন জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক। "সুবর্ণলতার শেষকৃত্য সমারোহের হবে বৈকী! ভাল লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি আনতে দিয়েছিল ছেলেরা...এই কৌতুককথায় মৃদু হাসি-গুঞ্জন উঠল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বকুল তাকিয়ে দেখল, স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল।"৮ "সুবর্ণলতা নারী সত্তার নির্মাণ প্রকল্প এই নিবন্ধের শুরুতে আশাপূর্ণার বক্তব্যে লক্ষ করেছি, 'একটি ভাবকে পরবর্তীকালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে' ত্রয়ী কাহিনির গ্রন্থনার মধ্যে তিনি আন্তঃ-সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।"৯

সুবর্ণলতার বিয়ে হওয়ার পরেই প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের সমাপ্তি হয়নি শুধু এর রৈখিকতাটা হঠাৎ ভেঙে দিয়েছে। আমাদেরকে সুবর্ণলতার জীবন সম্পর্কে উৎসাহিত করেছে। সুবর্ণলতার বয়ানে সত্যবতী ধূমরায়িত একটা স্মৃতিপট। সত্যবতীর অনুপস্থিতি উপস্থিতি তার মেয়ে সুবর্ণলতার বিড়ম্বিত জীবনে আনাগোড়া ছায়া ফেলেছে। অনেকখানি তা বকুলকথায় রূপান্তরিত। সুবর্ণের মেয়ে বকুল রয়েছে সুবর্ণলতার শেষে হয়তো এই বকুল পরবর্তীকালে বকুলকথায় রূপান্তরিত। এই প্রেক্ষিতে সুবর্ণলতা নামক উপন্যাস অস্তিত্বকে মনে হয় দুটি মেরুর সংযোজক একদিকে প্রথম প্রতিশ্রুতির ও অপরদিকে বকুলকথায়। প্রবাহমান ধারা নিস্তরঙ্গ হলে অস্তিত্ব যখন পরাজয়ের মর্মান্তিক বেদনায় বিধুর – তখনও চলমান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বয়ে আনে। সলতে পুড়ে যায় বলেই আলো জ্বলে পিদিমে। সত্যবতীরা সুবর্ণলতাদের, সুবর্ণলতার বকুলকথাদের তৈরি করে নবজাগরণ আনে সমাজে। সত্যবতী সমিধ সংগ্রহ করেছিল। আলো হয়তো জ্বালতে পারে নি কিন্তু অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার মেয়ে সুবর্ণ জীবনের ভেতরে অন্য জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে-খুঁজতে অন্ধকার বলয়ে হারিয়ে গেল। এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে-আসার সংঘর্ষে যে বিদ্যুৎ-দীপ্তি রচিত হচ্ছে অহরহ, তাতেই তো প্রমাণিত হচ্ছে বৃষ্টিগর্ভ মেঘের সঞ্চার। নইলে বকুল কী করে অনামিকা দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে বিনির্মাণ করবে মা-ঠাকুমাদের জীবন-মন্থন-কথা, অতীতের বৃন্ত থেকে চয়ন করবে বর্তমানের কুসুম। সুবর্ণলতারা হয়তো মরুপথে হারিয়ে যায়, তবু তাদের বিস্মৃত হওয়া চলে না; কেননা মোহনার সম্ভাবনা শুকনো খাতে, ক্ষীণ জলধারায় ওরাই জাগিয়ে রাখে। তাই মূল বয়ানের প্রবেশকে আশাপূর্ণা জানান :

'তবু এরা আসে।
হয়তো প্রকৃতির প্রয়োজনেই আসে।

তবে কোথা থেকে যে আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। আসে রাজরক্তের নীল আভিজাত্য থেকে, আসে বিদ্যাবৈভবের প্রতিষ্ঠিত স্তর থেকে। আসে নামগোত্রহীন মুক্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে, আসে আরো ঘন অন্ধকার থেকে।

তাদের অভ্যুদয় হয়তো বা রাজপথের বিস্তৃতিতে, হয়তো বা অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণতায়।

কিন্তু সবাই কি সফল হয়?
সবাইয়ের কি হাতিয়ার এক?
না।'

প্রকৃতি কৃপণ, তাই কাউকে পাঠায় ধারালো তরোয়াল হাতে দিয়ে, কাউকে পাঠায় ভোঁতা বল্লম দিয়ে। তাই কেউ সফল সার্থক, কেউ অসফল ব্যর্থ। তবু প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কিছুই হয়তো ব্যর্থ নয়। ধারালো তরোয়াল হাতে নিয়ে আসে নি সুবর্ণ, ভোঁতা বল্লম দিয়ে সে দুর্ভেদ্য অচলায়তনের একটি পাথরও খসাতে পারে নি। তার মা সত্যবতী

খড়ির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল তীব্র ঘৃণায়, বেদনায়; কিন্তু সুবর্ণের জন্যে কূপই নেতিবাচক অর্থে হয়ে উঠল অকুল সমুদ্র। তবু তার 'আপাত-ব্যর্থতার গ্লানি'র মধ্যেই সঞ্চিত ছিল পরবর্তীকালে তার মেয়ে বকুলের অনামিকা দেবী হয়ে ওঠার ইতিহাস। এ কেবল রাতের সমস্ত তারার দিনের আলোর গভীরে থাকার কথা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এ হলো জীবনের, প্রগতির ধীরমন্থর দ্বিবাচনিকতা। উপন্যাসের প্রতিবেদন শুরু হয়েছে ছায়াছবির ফ্ল্যাশ ব্যাক-এর ভঙ্গিতে। সুবর্ণলতার মৃত্যুর তাৎপর্য দিয়ে। তার মা সত্যবতী তবু দাপটের সঙ্গে জীবনের একটা বড়ো অংশ কাটাতে পেরেছিল; যথাপ্রাপ্ত পিঞ্জরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিকল্প জীবনের সন্ধানে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল।

"অন্ধকার আলোর অধিক কেননা সেখানে বকুলের দ্রষ্টা চক্ষু জেগে উঠেছে। নিশ্চিতভাবে এই প্রথম তার মা সুবর্ণলতার সম্পূর্ণ জীবনের অন্তঃসার অথবা অন্তঃসারশূন্যতা তার কাছে ধরা পড়েছে। অন্তত বকুল তো সুবর্ণলতার প্রথম সন্তান চাঁপার মতো নয় যে তার মাকে 'বৌ হয়ে থাকতে দেখেছে, অথচ দেখেছে তার অনমনীয়তা আর দেখেছে বাড়িসুদ্ধ সকলের বিরুদ্ধ মনোভঙ্গী।' এবং পিতৃতন্ত্রের ছায়ায় লালিত হয়ে পূর্বজাদের যান্ত্রিক অনুকৃতি হিসেবে চাঁপার মতো চূড়ান্ত অগভীরতার পরিচয় দেয় নি বকুল।"১০

ন'বছর বয়সে সুবর্ণের বিদ্যাশিক্ষার ইতি হয়েছিল বলে মায়ের মনে দ্বিধা ছিল, হয়তো এতদিন পরে তার কথা মেয়ে বুঝবে না। আসলে সুবর্ণের মা নিজেকে জানিয়ে গেছে, সুবর্ণকে জেনে যায় নি। সুবর্ণ কিন্তু 'স্তব্ধ, মৃত্যুর মত স্তব্ধ' হয়ে গিয়েছিল; ধৈর্য্যের, সহ্যের, ত্যাগের এবং ক্ষমার তপস্যা' সে কম করে নি। আর, অভিজ্ঞতা তাকেও এই পাঠ দিয়েছে যে মায়ের পরিস্থিতির সঙ্গে তার পরিস্থিতির আকাশ-পাতাল তফাত।

উপন্যাসের আলোচনায় সাধারণভাবে যে প্রসঙ্গটি এসে পড়ে সেটি নামকরণ। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র ক্ষেত্রেও প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবেই আলোচনায় আসে। 'প্রথম' অর্থে মনে হয় 'আদি' বা 'গোড়াকার কথা' বলতে চাওয়া হচ্ছে। আর 'প্রতিশ্রুতি' অর্থে অঙ্গীকার, এই অঙ্গীকার যেমন পাঠকের কাছে তেমনই সাহিত্যের কাছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে যা কাহিনির শুরু যে কাহিনি বিস্তৃত হয়ে গেছে আশাপূর্ণার ট্রিলজির বাকি দুই পর্বে 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' উপন্যাসের কাহিনিতেও। সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের কাহিনি কোনো কল্পকথা নয় – সমাজেতিহাস। আশাপূর্ণা দেবী বিশ শতকের লেখিকা হয়ে ফিরে যান উনিশ শতকের সমাজবাস্তবতায়। প্রকৃতপক্ষে লেখকের নিজের জীবনও কেটেছে ছোটো-বড় শত-শত নিষেধের চাপেই। তাই সত্যবতীর বা সুবর্ণের চাওয়া অথবা না-পাওয়ার যন্ত্রণাকে লেখক যখন পাঠকের সামনে তুলে ধরেন তা হয় নিখুঁত বাস্তব। অন্য কারো চোখ দিয়ে নয়, নিজের চোখ দিয়ে দেখায় তার অনুভব, তার উপলব্ধির সত্যতা অনেক বেশি।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিছক কাহিনিমাত্র নয়, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে গড়ে ওঠা নতুন সময় ও সমাজের কথা। আশাপূর্ণা টের পান সময় ও সমাজ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। পুরোনো কাল আজ অবসিত। আর সেকথাই বলাতে চান সত্যবতীকে দিয়ে। রামকালীর দৃঢ়তা আর বলিষ্ঠতায় পুষ্ট সত্যবতী জীবনে অনেক প্রশ্রয় পেয়েছে। মায়ের কুণ্ঠা, সংকোচের কোনো যুক্তি পায় না সত্যবতী। মেয়েমানুষের কর্মজীবন নেই যেখানে হতে পারে। নিঃসন্দেহে এই বক্তব্য পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীদের পক্ষে চিন্তারও অগোচর। সত্যবতী কাশীতে মেয়েদের স্কুল করে পিঞ্জরাবদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়েছিল সমাজে নারীসত্তার সামাজিকীকরণ যে তার মুক্তির প্রধান সোপান তার ইঙ্গিত এখানে রইল। নিঃসন্দেহে সত্যবতী কালান্তরের নামক, নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়েছিল বলেই দেশের পরাধীনতা ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা দূর করার কথা সে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন শুধু নিজের মেয়ের জন্যে নয় দেশের সহস্র সুবর্ণলতার জন্য কেঁদেছে সত্যবতী। এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীমুক্তির চেতনা ঘটাতে চেয়েছেন এইভাবেই সুবর্ণলতার বকুলকথার মধ্যে নারীমুক্তির আভাস পাওয়া যায়। আশাপূর্ণা দেবীর এই ট্রিলজি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ নিয়ে আসে।

সমাজ সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে মুখরিত হয়ে উঠেছিল উনিশ শতক। উনিশ শতকের সমস্ত প্রহর জুড়েই আন্দোলনের ঘনঘটা, স্বাধীন স্বকীয় আত্মবিকাশের অবরুদ্ধ পথকে ভেঙে ফেলে মুক্ত আকাশে নিঃশ্বাস নেওয়ার

অবকাশের পালা। আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারীর আদলে গড়া নারী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর নারী—এই দ্বৈত অবস্থানের নিরিখে নারীর যথার্থ অবস্থানকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উপন্যাসের শুরুতেই এক-তৃতীয় নারীর উপস্থিতিকে স্পষ্ট করে নেন লেখিকা। সে হল বকুল, সত্যবতীর তৃতীয় প্রজন্ম। যার কাছে দিদিমা সত্যবতী শুধু স্বপ্ন, কল্পনারী। সত্যবতী চেয়েছিল নারীকে মেয়ে মানুষের তক্‌মা ছেড়ে মানুষের সহজ পরিচয়ে বিচার করা হোক। নারী হয়ে বাঁচার মধ্যে কোন গ্লানিবোধ নেই, কিন্তু যখন তাকে মেয়েমানুষের বর্গভিত্তিক বিভাজনে ফেলে কিছু আরোপিত প্রথার বদ্ধতায় তার কর্মক্ষমতাকে, মননশীলতাকে নীচ দৃষ্টিতে দেখা দেয় সেখানেই ছিল তার বিরোধ। একদিকে রুদ্ধ সময় এবং অন্যদিকে মুক্ত সময়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আশাপূর্ণা দুইয়ের মেলবন্ধনে আখ্যান করেছেন। ইতিহাসের সত্যকে রপ্ত করে আশাপূর্ণার এই আখ্যানে অন্তঃপুরের নারী অন্তর্গূঢ় অভিজ্ঞানের জীবন্ত চিত্র হয়েছে। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে অন্তঃপুরীদের যে ছবি আমরা পাই তা কখনো দাপটের, কখনো প্রতিষ্ঠার, কখনো বেদনার। নানা সূত্র আলো ফেলে আশাপূর্ণা দেবী দেখিয়েছেন এসবই অর্থহীন। সকলের আড়ালে সত্যবতী শুরু করেছিল বিদ্যাচর্চা। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি নেড়ুর আগ্রহকে বিদ্রূপ করে তালপাতায় সুছাঁদের অক্ষরে লিখে ফেলেছিল অনেকটা সরল নেড়ু বাধা দিয়ে উঠেছিল তালপাতায় মেয়েদের লেখা পাপ বলে। সত্য প্রতিবাদ করেছিল, বিদ্যাদেবী সরস্বতী তো নিজেই মেয়েমানুষ। তাহলে মেয়েদের লেখাপড়ায় কেন অধিকার থাকবে না? এ প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে নেড়ু বিমূঢ়। সত্যের মধ্যে জিজ্ঞাসা ব্যাকুল এক প্রতিবাদী মনের অস্তিত্বকে টের পান রামকালী। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হতে শেখেনি। প্রতিবাদ করে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আট বছর বয়সেই ছড়া বেঁধেছে সত্য। সমালোচকেরা মনে করেছেন সত্যর এ জেদ তার যাবতীয় গুণকে মাটি করে দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই জেদই সত্যকে নিত্যেনন্দপুরের মাটি থেকে শহর কলকাতার মুখ দেখিয়েছিল। তাকে দেখিয়েছিলো নিত্যেনন্দপুরের জগতের বাইরেও আর একটা জগৎ আছে।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সুবর্ণ বুঝেছিল, সত্যবতী তার জীবনের অন্তরালে রয়েছে আলো হয়ে গান হয়ে। তেমনই বকুলও মা-সুবর্ণকে জেনেছে, পথ-চলার প্রেরণা হিসেবে। সত্যবতী-সুবর্ণলতাদের মুখ্য বার্তা। তাদের কথা তারা নিজেরা বলেছে—বাংলা সাহিত্যে এ এক নতুন আরম্ভের ঘোষণা। এর তাৎপর্য চমৎকার ভাবে প্রকাশ করে গেছেন সিমোঁ দ্য বোভোয়া, তাঁর যুগান্তকারী 'The Second Sex' বইতে : 'A man would never think of writing a book on the specific situation of males in the human race.'

জীবনের জয়-পরাজয় নয়, আখ্যান-বিশ্বের টানাপোড়েনে সূত্রধার হওয়া না হওয়া নয়—সময়স্রোতে ভাসমাঙ্কোনো-এক বাঙালিনীর যুগপৎ নারী এবং মানুষ বলে পরিচিত হওয়ার ন্যূনতম দাবি জানানোর ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনই হলো সত্যবতী, সুবর্ণলতা, বকুল।

তথ্যসূত্র :

১। আশাপূর্ণা দেবী, বকুলকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, তেতাল্লিশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃষ্ঠা-ভূমিকা।
২। আশাপূর্ণা দেবী, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, আটষট্টিতম মুদ্রণ, আষাড় ১৪২২, পৃষ্ঠা-২।
৩। তদেব, পৃষ্ঠা-২৭।
৪। তপোধীর ভট্টাচার্য, মননে ও সাহিত্যে, পুস্তকবিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৫৯।
৫। সম্পাদনা – ড. রীনা দে, প্রতিবাদী চেতনা, পৃষ্ঠা-১৬৬।
৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৬।
৭। আশাপূর্ণা দেবী, বকুলকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, তেতাল্লিশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, পৃষ্ঠা-ভূমিকা।
৮। আশাপূর্ণা দেবী, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, একান্ন মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২৫, পৃষ্ঠা-৪৩০।
৯। তপোধীর ভট্টাচার্য্য, মননে ও সাহিত্যে, পুস্তকবিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৫৪।
১০। তপোধীর ভট্টাচার্য্য, মননে ও সাহিত্যে, পুস্তকবিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৭, পৃষ্ঠা-২৬০।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। আশাপূর্ণা দেবী, বকুলকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

২। আশাপূর্ণা দেবী, প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

৩। আশাপূর্ণা দেবী, সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

৪। তপোধীর ভট্টাচার্য্য, মননে ও সাহিত্যে, পুস্তকবিপণি।

৫। ড. রীনা দে, প্রতিবাদী চেতনা, গ্রন্থবিকাশ।